দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 1 AUG 2007

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

পটুয়াখালী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়মের স্বর্গরাজ্য

ইউজিসির উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দল তদন্তে যাচ্ছে : সব নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ

রিয়াজ চৌধুরী

অনিয়মের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববদ্যালয় (পবিপ্রবি)। ঠিকাদারি কাজে লুটপাট, ঘুষের বিনিময়ে নিয়োগ বাণিজ্য, ভুয়া বিল-ভাউচার দিয়ে অর্থ আত্মসাৎসহ অনেক অভিযোগ এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ঘিরে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পবিপ্রবিতে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নেতৃত্বেও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্তকারী দল শিগগিরই পবিপ্রবির অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের অঙ্গুলি ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুমের দিকেই তুলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও দুর্নীতি দমন কমিশনে (এসিসি) লিখিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভিসির অপকর্মের নানা ফিরিস্তি তুলে ধরে বিচার চেয়েছেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম ইনকিলাবকে জানিয়েছেন, তার নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক তদন্তকারী দল শিগগিরই পবিপ্রবির দুর্নীতি তদন্তে যাচ্ছে। প্রফেসর নজরুল বলেন, পবিপ্রবির ঘটনাগুলো সেখানে যা ঘটছে তার সবই আমরা জেনেছি। তবে পরিপূর্ণ তদন্ত ছাড়া ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়। ইউজিসিতে একটা পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে। সেটি সম্পন্ন হলেই পবিপ্রবিতে তদন্তে যাওয়া হবে। গত মে মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পবিপ্রবিতে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে। অভিযোগ পত্র ও একাধিক সূত্র মতে, ভিসির দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ড. মাসুম এ পর্যন্ত তিন কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন বলে কর্মরতরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করলে মন্ত্রণালয় এ আদেশ জারি করে। মন্ত্রণালয় থেকে একই সঙ্গে

পৃষ্ঠা ৮ কঃ ৪

পটুয়াখালী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ইউজিসিকে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক সূত্র জানায়, ভিসি ড. আবদুল লতিফ মাসুম এ পর্যন্ত ৩৪ জন প্রভাষক, একজন সহকারী অধ্যাপক, বিভিন্ন পদে ২১ জন কর্মকর্তা ও ৬৫ জন কর্মচারীসহ মোট প্রায় ১৭০ জনেরও বেশী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। এর প্রতিটি নিয়োগে লেনদেন হয়েছে লাখ লাখ টাকা। নিজের নিয়োগ বাণিজ্য ঠিক রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের একাধিক সদস্যের আত্মীয়-স্বজনদেরও চাকরি দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদে চাকরি দেবার কথা বলে ভিসি নিজে পটুয়াখালী কৃষি কলেজের সাবেক ভিপি লিটুর কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা ঘুষ নেন। পরে চাকরি না দিতে পারলে লিটু ক্ষুব্ধ হলে এবং ইউজিসিতে অভিযোগ করলে ভিসি পরে চেকের মাধ্যমে টাকা ফেরত দেন। এ নিয়ে লিটু ভিসির বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত দায়ের করেছিলেন।

জানা গেছে, পবিপ্রবির বর্তমান ভিসি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের শীর্ষ নেতা প্রফেসর আবদুল লতিফ মাসুম ২০০২ সালে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রথমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ পান। গত বছর তিনি ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান। স্থানীয় সাংসদ ও তৎকালীন মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর আস্থাভাজন হিসেবে তিনি সরকারী বিধি ভঙ্গ করে এ পদে নিয়োগ বাগিয়ে নেন। 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগের আইনে বলা হয়েছে, 'যে কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ পেতে হলে তাকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া থাকতে হবে।' অথচ ড. মাসুম 'সরকার ও রাজনীতি' বিষয়ের শিক্ষক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, রাজনৈতিক চাপের কারণে সে সময়ে বিধি লঙ্ঘন করে তাকে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম সম্প্রতি কামাল হোসেন চৌধুরী ও মাসুদুর রহমান নামে দু'জনকে জামায়াতি কোটায় প্রভাষক পদে নিয়োগ দিয়েছেন। মোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া পটুয়াখালী জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা ফকরুউদ্দিন খান বাচ্চুর স্ত্রী মোহসিনা আকতার জাহানের চাকরি স্থায়ী করতে ভুল করেননি তিনি। নিয়োগের পাশাপাশি অর্থের বিনিময়ে ভিসি কর্মরতদের পদোন্নতি ও পদোন্নয়ন ঘটিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ ও বিভিন্ন অপকর্মের দায়ে ছাড়বার বরখাস্ত হওয়া অফিস সুপার আবদুল হাকিম খানকে ভিসি ৩৪০০ টাকার স্কেল থেকে ১১ হাজার স্কেলে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী রেজিস্ট্রার বানিয়েছেন। ডকুমেন্টেশন অফিসার আনোয়ার হোসেনকে ৪৩০০ টাকার বেতন স্কেল থেকে এক লাফে ১১ হাজার টাকার বেতন স্কেলে, মসজিদের ইমাম মাওলানা আবদুল কুদ্দুসকে ৩৪০০ টাকার স্কেল থেকে [illegible]

সাভার, তিনি থাকেন পটুয়াখালী। ফলে তার স্ত্রী ও তিনি নিজে প্রতি মাসে একাধিকবার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে আসা-যাওয়া করেন। একটিমাত্র সার্বক্ষণিক গাড়ী প্রাপ্য হলেও ক্ষমতার দাপটে ভিসি আবদুল লতিফ মাসুম সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তিনটি বিলাসবহুল গাড়ী ব্যবহার করেন। এরমধ্যে ভিসির জাহাঙ্গীরনগরের বাসায় তার স্ত্রী পটুয়াখালী ঘ-০৫-০০০৩ নম্বর গাড়ীটি ব্যবহার করেন। এছাড়া বিধিবহির্ভূতভাবে তিনি তার মোবাইল বিল বাবদ মাসে মাসে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে তুলে নিচ্ছেন।' ট্রেজারার থাকা অবস্থায় একবার তিন মাসের জন্য ভিসির দায়িত্ব পেয়ে ড. মাসুম ২৮ জন ছাত্রকে সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থায় ভর্তি করেন। যাদের আবেদন করারও যোগ্যতা ছিল না। অপরদিকে, গত বছর ভিসির দায়িত্ব নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ প্রতিহিংসাবশত সাবেক ভিসির ড্রাইভার মোঃ সেলিম হাওলাদার, পিএস আসাদুল হক, পিএ শফিকুল ইসলামকে চাকরিচ্যুত করেন। রেজিস্ট্রার কবিরুল ইসলামকেও মিথ্যা অজুহাতে সাসপেন্ড করে রেখেছেন। একইভাবে নিম্নপদের কর্মচারী যারা আগের ভিসির দফতরে কাজ করতো তাদের অনেককে খামারের কৃষি কাজে, কখনও বা গার্ড, কখনও এমএলএসএস আবার কখনও বা সুইপার হিসেবে বদলি করে মানসিক নির্যাতন করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি তিনটি পৃথক ভুয়া বিল ভাউচার তৈরী করে বিভিন্ন খাত থেকে ভিসি বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে দুর্নীতি দমন কমিশনে দেয়া অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উল্লেখ করেছেন। এতে বলা হয়, সম্প্রতি কোন রকম ভাউচার ছাড়াই ভিসি ৩০ লাখ টাকা করে তিনবারে সর্বমোট ৯০ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ড হতে উত্তোলন করেছেন। বিভিন্ন কাজ যেমন গাড়ী মেরামত [illegible] ফার্নিচার ক্রয় বাবদ তিনি এ অর্থ তুলে[illegible] সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছেন।

ভিসি ড. আবদুল লতিফ মাসুম ইনকিলাবকে বলেন, 'কোন অতিরিক্ত নিয়োগ এখানে হয়নি। সব নিয়োগ রিজেন্ট বোর্ডের অনুমতিসাপেক্ষে দেয়া হয়েছে। কারো থেকে কোন রকম ঘুষ নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' ভিসির দেয়া হিসেব অনুযায়ী, গত এক বছরে তিনি মাত্র ২০ জন শিক্ষক, ৮ জন কর্মকর্তা, ৫ জন কর্মচারী ও ৫ জন ড্রাইভার নিয়োগ দিয়েছেন। অবকাঠামো ও সাবেক কৃষি কলেজের অর্থায়নপ্রাপ্ত অনুসারেই আরও ৯টি প্রভাষক পদ খালি আছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, 'যারা চাকরি পায় নাই তারাই নানা কথা রটাচ্ছে। নানাভাবে আমাকে হেয় করতে চায়।'

ড. মাসুম বলেন, 'অতিরিক্ত নেয়া বাড়ীভাড়া দেড় লাখ টাকা ইতিমধ্যে ফেরত দিয়েছি। আমি একটি মাত্র গাড়ী ব্যবহার করি। আমার স্ত্রী কোন গাড়ী ব্যবহার করেন না। আমি লঞ্চে করে ঢাকা যাওয়া-আসা করি। এছাড়া আগের ভিসি তিনটি মোবাইল ব্যবহার করতেন। আমি একটি মাত্র মোবাইল ব্যবহার করি, যার বিল ২ থেকে ৩ হাজার টাকার বেশী হয় না। ভুয়া বিল ভাউচারের কথা অস্বীকার করে ভিসি বলেন, আমি বরং স্বচ্ছতা সাধনের চেষ্টা করছি। এখানে জেনারেটর সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এসেছে। তিনি বলেন, সাবেক ভিসি ওয়াহিদ-উ-জামানের লোকেরা আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে।